



## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

শুভ নব-বর্ষ জানাতে সাইফুল ফোন করলো ঠিক ১২টায়। গর্বিত কন্ঠে বল্লো-

- এবারে আমাদের লন্ডনের ফায়ার ওয়াক্স বিশ্বের সেরা ডিস্‌প্লে হয়েছে।
- ইংল্যান্ড নিয়ে তোমার গর্ববোধ হয়?
- গর্ব করার যতেষ্ট কারণ আছে যে। অন্তরে বাংলাদেশ, দেহে ইংল্যান্ড ধারণ করি। ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকার উপভোগ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ রক্ষায় কোন অসুবিধা তো হচ্ছে না।
- আমাদের আমেরিকাবাসী লেখকগণ যখন এভাবে বলেন তখন তাদেরকে দালাল চেলাবী বলা হয়।
- হুঁ, তাদের নিশ্চয় ই দুঃখ হয়। গফ্‌ফার চৌধুরী ইস্যু নিয়ে কুদ্দুস সাহেবকে কত কিছুই না শোনানো হলো। অসীম টলারেন্স ভদ্রলোকের। কি বিনীত নম্রভাবে প্রত্যেকটি অভিযোগ, অপবাদের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তথ্য ও যুক্তির মাধ্যমে। 'চীনে পুজিবাদী অর্থনীতি' বিষয়ক লেখা পড়ে কি মনে হয় তিনি আমেরিকার দালালি করছেন?
- মোটে ই না। আর দেখো তো, কোথায় গফ্‌ফার চৌধুরী আর কোথায় কুদ্দুস সাহেব। মনে আছে, তোমার প্রথম বই প্রকাশনা উৎসবে গাফ্‌ফার ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি? আমাদের বেশ ক'টি জাতীয় দিবস উদযাপনে ও গাফ্‌ফার ভাই প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে সম্পূর্ণ পুজিবাদী। কলমে, কথায়, সমাজ জীবনে সমাজতান্ত্রিক। আমাদের আয়োজিত এবারের বিজয় দিবসে গাফ্‌ফার ভাই যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, পেছনের সারিতে মেয়েরা মাথায় কাপড় টেনেছিলেন। ভাষণ তো নয় যেন দেওবন্দ পাশ করা এক বিরাট মোলানার ওয়াজ। অথচ তিনিকে আনতে গিয়ে কতো না কাঠ-খড় পোড়াতে হলো। জেহাদ ঘোষণা করলো কিছু ধার্মিকেরা। মসজিদে ঘোষণা দেয়া হলো সুঘোষিত নাস্তিক গফ্‌ফার চৌধুরী কে আসতে দেয়া হলে কমিউনিটি সেন্টারে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। আচ্ছা বলো তো গাফ্‌ফার ভাই আর কুদ্দুস সাহেবের মধ্যে Fundamental difference টা কি?
- আমার তো মনে হয় নেশা আর পেশার পার্থক্য। গাফ্‌ফার ভাইয়ের লেখা টাকা উপার্জনের লক্ষ্যে, কুদ্দুস সাহেবের লেখা বিনা মূল্যে সমাজের জন্যে। তবে খান সাহেব আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় অরন্যে রোদন ই করছেন। ইসলামী ভাইরাসে আক্রান্ত কোন সমাজে সুষ্ঠু অর্থনীতি ও গনতন্ত্র সম্ভব নয়, যা সমাজ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। মানব রচিত আইন বা গনতন্ত্র, এবং মানব রচিত অর্থনীতি মানা, আর আল্লাহকে অস্বীকার করা এক ই কথা।\_সে যাক, এখন বলুন ইন্টারনেটে আপনার লেখা দেখছি না কেন?

- কারণ, আমার উপর এক তবলীগওয়ালার আছড় পড়েছে।
- তাই নাকি? তা তবলীগের উপরে ই লিখুন।
- সে রকম ই ভাবছি। তিনবার তিনটা লেখা অর্ধেক লিখে বাদ দিয়েছি। আমি সব সময় ই মনে করি, ইন্টারনেটের সকল লেখিকা-লেখকবৃন্দ আমরা এক ই পরিবারের প্রবাসী কয়জন মানুষ। ঝগড়া-ঝাঠি যতই করি তবু এক ঘরেতে বসত করি। তসলিমার পক্ষ নিয়ে 'ফাহিমদার মাতম' নামে রুদ্দের লেখাটা তুমি পড়েছো?
- হ্যাঁ, পড়েছি। আমার তো মনে হয় রোদ্দের ক্ষমা চাওয়া উচিত। নিজের অজান্তে তাতক্ষনিক যোশের বসে অনেক ভাল, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ ও অসামাজিক অশ্লীল অগ্রহণযোগ্য কাজ করেছেন, তারপরে ও একটা সমাধান আছে। এ্যাপলোজি। এ্যাপলোজি চাইলে মানুষ ছোট হয়না। আর ক্ষমা ও মহত্ত্বের প্রমাণ। আপনি ও তো ফাহিমদাকে কটাক্ষ করেছেন আপনার তিনকন্যা মণিহারে।
- হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু পরে মনে মনে খুব ই অনুশোচনা করেছি, ভদ্রমহিলা হয়তো দুঃখ পেয়েছেন। সারা জীবন নারীবাদী নারী মুক্তির পূজারী ও নিজ ঘরে নারীর উপর হাত তুলতে দেখেছি। অবশ্য পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কারণটা কি জানো? কবির ভাষায় বলি 'মানুষের মন বড় দুর্বল কখন যে কি করিয়া বসে।' তবে জানিনা কেন জানি আমার যেন মনে হয়, রুদ্দ মানুষটার ভাষা যতই রুক্ষ, বেমানান হউক না কেন, তিনি কথাকে থেকে ভেসে আসে কঠিন বাস্তবদর্শী অভিজ্ঞতার করুন আহ্বান। জগতে শালীনতা ভদ্রতা লজ্জাবোধ আসলো কোন দিন থেকে? এর আগে কি মানুষ সঙ্গবদ্ধ সমাজ জীবন কাটায়নি? আর এখনো কি ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে অশ্লীলতা নেই? আছে, মানুষ মাত্র ই অশ্লীলতা। মানুষ ই নির্ধারন করেছে লজ্জা, শালীনতা, ভদ্রতার সংজ্ঞা তার জন্মের বহুকাল পরে। এদিকে সেতারা হাসেম কি বলেন দেখেছো? ঘোষণা দিয়েছেন 'আর পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' এটা একটা কথা হলো? তিনি (সেতারা) নির্বিবাদে বলে যাচ্ছেন চেলাবী, দালাল, শূন্য কলসী, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর আরো কত কি। কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি সংসারে শুধু শুধু মায়ের আদর কি আর ভাল লাগে, বাবার শাসনের ও প্রয়োজন আছে। শোষণহীন, শ্রেনীহীন সুসম সমাজ ব্যবস্থা আমরা ও মনে প্রানে কামনা করি। কিন্তু সুদূর দূর্লভ সুন্দরের প্রত্যাশায় বর্তমান কে অবজ্ঞা করে অসুন্দর মৃত্যু কি বাঞ্ছনীয়? ইদানিং যুগান্তর পত্রিকার একটা লেখা পড়ে মনে হয়েছে লেখালেখি করে আর কোন লাভ নেই। কয়লা, কাষ্টিক সোডা দিয়ে ধুলে ধংস হয়ে যাবে হয়তো কিন্তু তার রং বদলাবেনা। ঐ পত্রিকার লেখক বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ইরাকীদের মধ্যে, ইরাকী জাতীয়তাবাদী চেতনা খুঁজে পেয়েছেন আর আশা পোষণ করছেন এই চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে আত্মঘাতী বোমা যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক একদিন স্বাধীন হবে ই। লেখক আরো লিখেছেন, ঐ আত্মঘাতী বোমারুগণ সাদ্দামকে ও ভাল পায় না আমেরিকাকে ও না। বলি, তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সাদ্দামের যুগে উদয় হলোনা কেন? বাংলাদেশী লেখকদের মায়াকান্নার কারণ টা কি জানো?
- জানি। ঐ যে কামরান মির্জা বলেছেন, ইসলামী ভাইরাস। আচ্ছা হাবিব সাহেব টেলিফোন সংকেত দিচ্ছে আরেকজন লাইনে আছেন, পরে আবার ফোন করবো।
- আরে শুনো, ঐ তবলীগ ওয়ালার কান্ডটা বলা হয় নাই। তিন তিনটা রবিবার জামাত নিয়ে এসে দরজা থেকে ফিরে গেছেন, আমার সাথে দেখা হয় নাই। গত রোববার আমার বউয়ের সাথে আলাপ করে এপয়েন্টমেন্ট করে গেছেন আগামী রোববার তিনি একা আসবেন, আমাকে ঘরে থাকতে হবে।
- OK আপনি তবলীগী দীক্ষা নিন, আমি চল্লাম শুভ নব-বর্ষ।

নিউ ইয়ার্সের দিনে ও বাঙ্গালী গ্লোসারী শপটি খোলা ছিল। সেখানে ই দেখা হয়ে গেল সেই তবলীগীর সাথে। লম্বা একটা সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। (সিটিজেনশীপ মেয়ে) ব্রিটিশ পাসপোর্ট বিয়ে করে তিনি ইংল্যান্ড এসেছেন। দেশে গভর্নমেন্ট আলীয়া মাদ্রাসার আলেম পাশ। ইংল্যান্ডে এসে Language School এ কিছু লেখাপড়া করে, লিগেলিটি (ইংল্যান্ডে থাকার অনুমতি) পাওয়ার পর Interpreter service এ কাজ করেন। ছয় সপ্তাহের হলিডে পেয়ে তবলীগ জামাতের সাথে বিশ্বভ্রমণ করে এসেছেন। জানতে চাইলেন আমার নাম, পরিচয়, ঠিকানা। পরিচয় পেয়ে ঠোঁটে এক ঝলক হাসি টেনে বল্লেন "হাবিব সাহেব আপনার সাথে বিশেষ জরুরী কিছু আলাপ আছে, ভাবীকে বলে রেখেছি রোববার আপনার ঘরে আসবো। এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর বিবি, সুন্দর বাড়ি গাড়ি, সন্তান আওলাদ সব ই আল্লাহর নেয়ামত।" বল্লাম তা তো ঠিক ই, তবে সুন্দর বিবি আর পেলাম কই? হুজুর বল্লেন ভাবীর গলার সুর শোনে অনুমান করেছে ভাবী সুন্দর হবেন। ঘরে এসে ই বউকে সু সংবাদটা দিলাম-

- শপিং করতে গিয়ে তোমার রূপের প্রশংসা শোনে এলাম।
- আমার রূপের প্রশংসা মানে? আমি কি কাউকে রূপ দেখায়ে বেড়াই নাকি?
- না না তা হবে কেন। স্থানীয় তবলীগ জামাতের আমীর খাইরুল গাজী একজন শিক্ষিত মানুষ। দোকানে দেখা হলো, বল্লেন তোমার কল শোনে অনুমান করেছেন তুমি সুন্দর হবে।
- এতদিনে বুঝলাম আপনার কথা ই সত্য। মোল্লারা শিক্ষিত হলে ও বোকা থেকে যায়। আপনি ও কি যে মানুষ, ঘরে থেকে ও বলবেন ওদের কে বলো আমি ঘরে নেই। আপনার জন্যে আমাকে মিথ্যা বলতে হয়। আসুক আগামী রোববার আমি পুলিশ ডেকে ওদেরকে তাড়িয়ে দেবো।
- তোমি রাগ করলে নাকি? ওরা সরল প্রকৃতির মানুষ, ওদের উপর রাগ করতে নেই।
- রাগ করবোনা? যতক্ষণ পর্যন্ত না দরজা খোলেছি, কলিং বেল ছাড়বেনা। মানুষ রান্নায়, কি বাতরোমে, কি বেডরোমে, কিছুই বুঝবেনা বেল চেপে ধরে বসে থাকবে।

মেয়েরা লজ্জা পেলে এবং রাগান্বিত হলে তাদের গাল দুটি লাল হয় কেন বুঝিনা। আমার স্ত্রীর গাল দুটি ই শুধু লাল হয় নাই নয়ন দুটি ও অশ্রু-সিক্ত হলো। রোববার ঠিক দুটোয় এসে উপস্থিত হলেন খাইরুল গাজী। একটি প্লাস্টিক ক্যারিয়ার ব্যাগ হাতে। আতরের সুবাস ছড়িয়ে দিলেন সারা গৃহে। সোফায় বসে বেশ কিছুক্ষণ সম্মুখের বৃহদাকার ছবিটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পেছনে ঠিক তাঁর মাথার উপরের ছবিটিও দেখলেন।

আমি চা এর যোগাড় করছি, লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক অতি উৎসাহে ছবি গুলো দেখছেন, কোন কথা ই বলছেন না। আমার বুক-সেল্ফ থেকে দু একটা বই নামাচ্ছেন আর নাম দেখে দেখে রেখে দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম-

- বই নেবেন?
- জী না। দ্বীনের দাওয়াত দিতে এলাম। ঘরভর্তি ফটো রেখেছেন। সামনে শেখ মুজিব, পেছনে হাসিনা, ডানে রবীন্দ্রনাথ, বামে নজরুল। জগতের স--ব নাস্তিকদের বই দিয়ে বুক শেলফ ভর্তি। ফেরেশ্তা বসার বিন্দুমাত্র যায়গা নেই। এসব কি হাবিব সাহেব?

- দুইজন ফেরেস্তা তো দিন-রজনী আমার ক্ষক্ষে ই নির্ভয়ে, নিরাপদে বসে আছেন। অন্য ফেরেস্তাদের বসতে তো মানা নেই। আর এ মুহূর্তে হয়তো শ' খানেক ফেরেস্তা আমাদের সামনে দাড়িয়ে আছেন, বা হয়তো আপনার আমার কাঁধে কোন ফেরেস্তা মোটে ই বসে নেই। কোন দিন ছিলেন ও না। কি বলেন?
- নাযুজুবিল্লাহিমিন জালিক। এসব কি বলছেন?
- যা বিশ্বাস করি তা-ই বলছি। চা পান করুন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গত কয়দিন যাবত একটা প্রশু বার বার মনটাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আগে থেকে ই ভেবেছি আপনার কাছে উত্তরটা পাওয়া যেতে পারে।
- কি প্রশু, বলুন অন্তত চেষ্টা করে দেখবো।

আমি বললাম, দেখুন তো, 'চোখের সামনে এই কদিনে কত কিছু ই না ঘটে গেল। বস্নিয়া থেকে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, গোজরাট, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, চেচনিয়া, দুনিয়ার এমন কোন যায়গা নেই যেখানে মুসলমানরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত হচ্ছেনা। মরছে তো মরছে শুধু মুসলমান ই মরছে। সারা বিশ্বের তাব--ত ধর্মাবলম্বী হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইহুদি, নাসারা সজ্জবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইসলাম ও মুসলমান জাতীকে সমূলে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে দেয়ার জন্য।'

ভুজুর এবার একটু স্থায়ী নিশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসে, কাপে তুকোর আওয়াজের মত শব্দ তোলে চা-য়ে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। আমি বললাম- সাদ্দামের আত্মসমর্পন, ইরানে লুত (আঃ) এর জামানার গজব, ৫০ হাজার মানুষের জান কবজ, শাহজালালের মাজারের তৌহিদী গজার মাছের মৃত্যু কাফিরদের বিরুদ্ধে আখেরি জামানার একমাত্র সোচ্চার জেহাদি হায়দারী কন্ঠ, মুসলমানের দ্বিতীয় খালেদ-বিন ওলিদ, কারবালার ইমাম হোসেনের উত্তরসূরী, মহাবীর সাদ্দাম হোসেন কাফিরদের হাতে আত্মসমর্পন করলেন। ফোরাত নদীর পারে একফোটা রক্ত ঝরলোনা, হোসেন শহীদি দরজা লাভের সূবর্ণ সুযোগ নিলেন না, নমরুদের যুগের এক ঝাঁক মশা ও আসলোনা, আবাবিল পাখি নামলোনা, মাকড়সা জাল বুন্লোনা, কবুতর ও ডিম পাড়লোনা, বিষয়টা কি বুঝিনা, আল্লাহ করছেন টা কি?

সাদা নিরীহ চোখে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হাতের ক্যারিয়ার ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "সাতটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেলাম। পরে আরো দেবো। ১০৩ টা ক্যাসেট সংগ্রহ করেছি। এখানে বাণীবদ্ধ আছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সু-কন্ঠি, স্পষ্টবাদী, যুক্তিবাদী মোলানাগণের ওয়াজ। আমার বিশ্বাস আপনার মনের সকল প্রকার সংশয়, সন্দেহ নিরসনে সহায়ক হবে।"

চলবে-